R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
আকর্ষণে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৯ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯০ সাল
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

## জঙ্গিপুরে '৮৪-র ভোটার লিষ্ট এস ডি ও অফিস থেকে পাচার করে বিক্রী করা হয়েছে!

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের গাদা গাদা বাণ্ডিল বাঁধা ভোটার লিষ্ট একটি বিশেষ সূত্র থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। বুধবার ( আজ ) সকালে এগুলি আমাদের হাতে আসে। ফরাক্কা, সুতী, অরঙ্গাবাদ, সাগরদীঘি এবং জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ওই ভোটার লিষ্টগুলি চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুরের এস ডি ও অফিস থেকে প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত ৯টি বাণ্ডিল যখন আমাদের হাতে আসে তখন তার কিছু অংশ ছিল এলোমেলো অবস্থায়। বাণ্ডিলগুলির উপর 'অথেন্টিকেটেড' লেখা এবং সহকারী ইলেকটোরাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসার ও জঙ্গিপুরের এক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর যুক্ত। স্বাক্ষরের সঙ্গে তারিখ লেখা রয়েছে ১৭-২-৮৪'র। জঙ্গিপুরে বেশ কয়েকজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট রয়েছেন। কিন্তু স্বাক্ষরগুলি সঠিক কার তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। স্বাক্ষরগুলির কোনোটি নীল কালিতে, কোনোটি বা সবুজ কালিতে। আজ সারাদিন ধরে আমরা এ সম্পর্কে খোঁজ খবর চালাই। এস ডি ও পি এস ক্যাথিরেশনের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি। জানা গেছে, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ভোটার লিষ্টগুলি জঙ্গিপুরের এস ডি ও'র নির্বাচনী দপ্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। কিন্তু সেগুলি কিভাবে অফিস পেরিয়ে বাইরে এল সেটাই রহস্যজনক। আমাদের হাতে যতগুলি বাণ্ডিল এসেছে তার আনুমানিক ওজন প্রায় ২৫ কেজি। অফিস কর্মচারীদের সাহায্য ছাড়া তা অফিসের বাইরে কোনো অবস্থাতেই আসা সম্ভব নয়। এগুলি অফিস থেকে চুরিও যায়নি। কারণ রঘুনাথগঞ্জ থানার কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এ সম্পর্কে তাদের কাছেও কোনো খবর নেই। আমাদের কাছে খবর, এগুলি অফিস থেকে চোরাপথে পাচার করে বাইরের বাজারে কেজি দরে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সন্দেহ এই ভাবে ভোটার লিষ্টের বহু বাণ্ডিল গোপনে বাইরের বাজারে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## জঙ্গিপুরে জীবন বীমার দুই কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরে জীবন বীমার একজন ডেভলপমেন্ট অফিসার এবং একজন এজেন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। ওই ডিওকে ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ সতর্কও করে দিয়েছেন। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় তদন্ত শেষ হয়েছে। ডিও'র বিষয়টি উপর মহলে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। জীবন বীমার জনৈক মুখপাত্রের কাছ থেকে খবরটি জানা গেছে। ওই মুখপাত্রটি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম ধামও প্রকাশ করেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমায় জীবন বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে যে বিশৃংখলা চলছিল কর্তৃপক্ষ তা কঠোরভাবে দমন করতেই এই ব্যবস্থা নিতে চান। ওই মুখপাত্রটি গত এক বছর ধরে মহকুমার শতাধিক গ্রাম ঘুরে জীবন বীমার কিছু কিছু কর্মচারীর বিরুদ্ধে মানুষজনের টাকা-পয়সা আত্মসাতের ভূরি ভূরি অভিযোগ পেয়েছেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে সংশ্লিষ্ট ডিও বা এজেন্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। মুখপাত্রটি জঙ্গিপুরে জীবন বীমা ব্যবসার দুরবস্থার জন্য ওই সমস্ত অসৎ কর্মীদের দায়ী করেছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা হয়েছে। কারও কারও আবার ডিক্রিমেন্টও হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ৮২-৮৩ বর্ষ থেকে। ওই আর্থিক বছরে মহকুমায় জীবন বীমার ব্যবসা ৩০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১·১৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে দেড় কোটি টাকা। মুখপাত্রটির আশা আগামী মার্চের মধ্যে সে লক্ষ্য মাত্রা পূরণও সম্ভব হবে। ব্যবসা ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## "আই জি, এস পি রা ঠুঁটো জগন্নাথ"

বিশেষ সংবাদদাতা : 'আই জি, এস পি প্রমুখ পুলিশ কর্তাদের রাজ্য সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছেন'—রাজ্য পুলিশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঘনশ্যাম ভৌমিক এই অভিযোগ এনেছেন। ১২ ফেব্রুয়ারী এ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্মেলনে শ্রীভৌমিক পরিকল্পনা মাফিক ২৮ কোটি টাকার সঠিক রূপায়ণ না হওয়ার জন্যও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও পুলিশের কর্তারা অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের মতে, পুলিশের সামান্য ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে সাংবাদিকরা বড় করে দেখিয়ে পুলিশকে জনসমক্ষে নিন্দনীয় করে তুলছেন। সম্মেলনে জেলার পুলিশ সুপার দুলাল বিশ্বাসের উপস্থিতিতেই এ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা নন্‌গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির কাজকর্মের তীব্র ভাষায় নিন্দে করেন। পুলিশ কর্মচারীদের হঠাৎ বদলী প্রথারও বিরোধীতা করেন তাঁরা।

## অবশেষে অনাস্থা এল

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অবশেষে বুধবার জঙ্গিপুর পুরসভায় ৮ জন কমিশনারের স্বাক্ষর যুক্ত অনাস্থা নোটিশটি জমা পড়েছে। ওই নোটিশে আর এস পি'র পরমেশ পাণ্ডে এবং সি পি আই-এর সাধন সাধুর স্বাক্ষর থাকলেও দলীয় নির্দ্দেশে শেষ পর্যন্ত আর এস পি'র অন্যতম কমিশনার সুবল হালদার স্বাক্ষর করেননি। অনাস্থা নোটিশটি এস ডি ও এবং ডি এমের কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে পুরপতি এই অনাস্থা সভা ডাকবেন। তা না ডাকলে ডি এম সরাসরি সভার দিনক্ষণ ঠিক করে দেবেন। এদিকে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী বর্তমান পুরপতি মৃগাংক ভট্টাচার্য্য কমিশনারদের একটি সভা ডেকেছেন। ওই সভাটি অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সভাটি শেষ পর্যন্ত হলে সেদিনই বোঝা যাবে সি পি এম নিয়ন্ত্রিত বর্তমান বোর্ড গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন কি না। সি পি এম মহল এখনও আশা করছেন, শেষ পর্যন্ত তারা একটা মীমাংসায় আসতে পারবেন। তাদের তরফে সেই মত দৌত্যও চালানো হচ্ছে।

## পদযাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা জানাবেন আইন মন্ত্রী

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'কোচবিহার থেকে কলকাতা' পদযাত্রীরা ৬ মার্চ রঘুনাথগঞ্জে পৌঁছুলে রাজ্যের আইন মন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহ তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানাবেন। সদরঘাটে সি পি এম আয়োজিত ওই সম্বর্দ্ধনা সভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারিও উপস্থিত থাকবেন। এই শহরে পদযাত্রীরা রাত্রি বাস করে পরদিন বহরমপুরের দিকে যাত্রা করবেন। যে সমস্ত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এই পদযাত্রা তার মধ্যে মোরগ্রামে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর একটি উড়ালপুল নির্মাণের দাবীও রয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯০ সাল

## খাপছাড়া

সংবাদে প্রকাশ, ভারতের হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শৈত্য-প্রবাহ, তুষারপাত, ভূমিকম্প হইতেছে। শীত 'যাই যাই' করিয়াও যাইতে চাহিতেছে না। ঋতুপঞ্জীতে এখন বসন্তকাল। কিন্তু ঋতুচক্রের আবর্তনে তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখন প্রাকৃতিক বর্ষাকাল আর আষাঢ় শ্রাবণ মাস নহে। তখন প্রচণ্ড দাবদাহ মার্তণ্ডদেবের। ধরিত্রীবক্ষ জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইতে থাকে। ভাদ্র শরৎসম্ভারের ডালা লইয়া উপস্থিত হয় না। সে হয়ত আসে 'সঘন গহন রাত্রি' ঝরিছে ভাদর ধারা-আকারে। কাজেই বর্তমান যে বসন্তকাল, সে ত রোদন-ভরা হইতে পারে, ইহাতে বিচিত্র কী আছে?

বস্তুতঃ প্রাকৃতিক ঋতুলক্ষণগুলি কেমন যেন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। এখনও কালবৈশাখী আসিবার সময় হয় নাই, অথচ কোথাও বা 'টর্ণাডো' তাহার রুদ্রমূর্তি লইয়া প্রলয় নাচন নাচিয়া গেল। কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টিতে নদী জলস্ফীতিতে বন্যার সৃষ্টি করিল।

এতদঞ্চলে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসগুলির খুব কম দিনই আকাশ পরিষ্কার দেখা গিয়াছে। প্রায়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; কখনও টিপটাপ বৃষ্টি, কখন ধারাসার। একই দিনে আকাশের মেঘমুক্তি আবার ঘনঘটা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ফলতঃ এই প্রকার আবহাওয়া অনেক ফসলের পক্ষে মারাত্মক, আলু, সরিষা ইত্যাদি ফসলে নানা উৎপাত ঘটিতেছে। কোন রাসায়নিক ঔষধ কার্যকরী হইতেছে না যদি রৌদ্র না পাওয়া যায়। আমের মুকুলোদ্গম নিতান্ত কম। কাজেই গ্রীষ্মের অতি বাঞ্ছিত রসাল, রসনা তৃপ্ত করিবে কী প্রকারে? সঙ্গতিপন্নদের কথা ধরা হইতেছে না, সাধারণ মানুষ কেবল রসনা কণ্ডূয়ণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকেই মনে করিতে পারেন, প্রযুক্তিবিজ্ঞান যতই উন্নত হইতেছে, আবহাওয়া ততই বেয়াড়া রকম হইয়া পড়িতেছে। মহাকাশ পাড়িতে প্রচুর গ্যাস নির্গমন, আণবিক বিস্ফোরণাদি, বায়ুমণ্ডল দূষণ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ আজিকার পৃথিবীতে দেশে দেশে পুরাদমে চলিতেছে। এই সব প্রভাবে প্রকৃতিও হয়ত শোধ লইতেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষও পুরাপুরি কার্যকর হইতেছে না। এই বৈপরীত্য লইয়াই মানুষকে বাঁচিতে হইবে। কিন্তু সে বাঁচা কি সুস্থভাবে হইবে? উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। তাই বলিতেছি, বসন্তের মোহনবেশ অন্তিম-বসন্তেই যদি দেখা যায়, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই।

### পুরস্কার বিতরণী উৎসব

জঙ্গিপুর: গত ৯ই ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল ও শম্ভুনাথ সরকার। প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ তাঁর লিখিত প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার দিক তুলে ধরেন এবং এই প্রাচীন বিদ্যালয়টির সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটিকা 'ছাত্রের পরীক্ষা' এবং ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী অভিনীত রাধারমণ ঘোষের 'হয়তো নয়তো' নাটক সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এ ছাড়া ছাত্রীদের 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠান পর্বটি প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও হাস্য কৌতুক পরিবেষণ করে অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যালয় সম্পাদক হিমাংশু সরকার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

### মেধাবী ছাত্রী

রঘুনাথগঞ্জ: শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর পৌত্রী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৩ সালের বি-টি পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তিনি রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের ছাত্রী ছিলেন। বি টি পরীক্ষা দিয়েছিলেন কলকাতার হেষ্টিংস কলেজ থেকে। শ্রীমতী পড়াশোনা ছাড়াও নাচ-গান খেলাধূলা সবকিছুতেই পারদর্শিনী। বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন।

### বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ তথ্য অফিসের সন্নিকটে ভদ্র পরিবেশে পাঁচ শতক জায়গার উপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে। অনুসন্ধান করুন।

রামেন্দ্রসুন্দর রায়
গ্রাম বীরথম্বা, পো: বড়ালা (মুর্শিদাবাদ)

## Abridged List of Works.

Sealed tenders are invited in WBF no. 2908 or 2911 ( ii ) as applicable as per rules from class—I contractor, class—II contractors of I. & W. Dte. Class—III contractors of central Irrign. Circle & bonafide outside contractors as applicable as per rules for works on the rt. bank of river Ganga, detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Msd.

Estd. cost & earnest money are : -

1. Supply of boulders for existing bed ber no. 1 at Nayansukh Gr. no. 1 ; Rs. ,316,429/-, 6,329/-
2. do do Gr. no. 2 ; Rs. 3,16,429/-, 6,329/-
3. Supply of boulders for existing bed ber no. 2 at Nayansukh ; Rs. 1,05,588/-, 2,640/-
4. Supply of boulders for boulder pitching & apron u/s & d/s of bed bar at Nayansukh Gr. no. 1 ; Rs. 3,14,501/-, 6,290/
5. do do Gr. no. 2 ; Rs 3,14,501/-, 6,290/-
6. Boulder pitching u/s of bed bar no. 1 at Nayansukh. Rs. 84, 661/-, 2,117/-
7. Supply of boulders for the bank pitching & the bed bar at Bajitpur in Aurangabad reach. Rs. 3,07,620/-, 6,152/-
8. Supply of boulders for spur no. N2 at Dhulian reach, Gr, no. 1 Rs. 3,02,331/-, 6,047/-
9. do do Gr. no. 2 ; Rs. 3,02,331/-, 6,047/-
10. Supply of boulders for revetment in between bed bar no. N1 & N2 at Durgapur reach. Rs. 2,37,600/-, 4,752/-
11. Supply of boulders for revetment in between bar no, 1 & 2 at Durgapur reach. Rs. 1,92,330/-, 4,808/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4. P. M. in any worknig days. The last date of application for purchasing tender form is 1-3-84 upto 1-00 P. M. Last date for receipt of tender is 3 3-84 upto 3-00 P. M.

B. K. Das Gupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

# বিজ্ঞপ্তি

## মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলা আঞ্চলিক নাট্যোৎসব—১৯৮৪

আগামী ২৮শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল ১৯৮৪ পর্য্যন্ত বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে ৫ দিনব্যাপী মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলা আঞ্চলিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। নাট্যোৎসবে অংশ-গ্রহণেচ্ছু নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্য সংস্থাগুলিকে আগামী ৭ই মার্চ, ১৯৮৪ তারিখ মধ্যে নিজ নিজ জেলার তথ্য আধিকারিক-এর নিকট আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিস্তারিত নিয়মাবলী নিচে দেওয়া হইল।

নিয়মাবলী—

১। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সুপরিচিত নাট্য সংস্থাগুলি নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য আবেদন করতে পারবে।

২। নাট্য সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ জেলার জেলা তথ্য আধিকারিকের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে সাদা কাগজে আগামী ৭ই মার্চ ১৯৮৪ তারিখের মধ্যে নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য আবেদন করতে হবে।

ক) নাট্য সংস্থার পুরা নাম ও ঠিকানা।

খ) নাট্য সংস্থা রেজিষ্ট্রীকৃত কিনা? রেজিষ্ট্রীকৃত হলে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর।

গ) নাটকের নাম।

ঘ) একাংক অথবা পূর্ণাঙ্গ।

ঙ) নাট্যকারের নাম।

চ) মোট কলাকুশলীর সংখ্যা, সংস্থা পূর্বে কোন সরকারী বা বেসরকারী নাট্যোৎসব বা নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন কি না? করলে প্রশংসাপত্র সঙ্গে দিতে হবে।

ছ) বহরমপুর পর্য্যন্ত আসা-যাওয়া রেল দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা বাস ভাড়া।

জ) নাটকের বিষয়বস্তু (নাটকের বই অথবা পাণ্ডুলিপি সঙ্গে দিতে হবে। ফেরত যোগ্য)

৩। নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য নাট্য সংস্থাগুলি নির্ব্বাচনে এবং কোন নাট্যসংস্থা একাংক অথবা পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবেন এবং কর্মসূচী নির্ধারণ নাট্যোৎসব কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

৪। নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী নাট্য সংস্থা-গুলি একাংক অথবা পূর্ণাঙ্গ বা একাংক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু একটি সংস্থা শুধুমাত্র একটি একাংক অথবা পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য বিবেচিত হতে পারবে। এসম্পর্কে নাট্যোৎসব কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অশালীনতা ইত্যাদি প্রবণতা প্রশ্রয়দানকারী কোন নাটক উৎসবের জন্য নির্ব্বাচন করা হবে না।

৬। নাট্যোৎসব বহরমপুর রবীন্দ্র সদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত মঞ্চের আলোক ও মাইক ব্যবস্থাদিতেই নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। যদি বিশেষ আলো মঞ্চ সজ্জা মাইক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তবে অংশগ্রহণকারী সংস্থাকে নিজ ব্যয়েই করতে হবে।

৭। নাট্যোৎসব কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে এবং সময়ে নাট্য সংস্থাগুলিকে নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে।

৮। আবেদনকারী নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে একাংক নাটকের জন্য ছয়টি দল এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্য দুইটি দল নির্বাচন করা হবে।

৯। নাট্যসংস্থাগুলিকে প্রকৃত যাতায়াত খরচ (দ্বিতীয় শ্রেণী রেল ॥ বাস ভাড়া ॥ স্থানীয় হলে কেবলমাত্র রিক্সা ভাড়া দেওয়া হবে।

১০। প্রযোজনা খরচ বাবদ পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে ৬০০·০০ (ছয় শত টাকা) এবং একাংক নাটকের ক্ষেত্রে ৩০০·০০ (তিন শত টাকা) দেওয়া হবে।

১১। বহিরাগত নাট্য সংস্থা শিল্পী কলাকুশলীদের নাটক মঞ্চস্থ করার দিন দুপুরের এবং রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু স্থানীয় অর্থাৎ বহরমপুরের কোন নাট্য সংস্থার (যদি কোন নাট্য সংস্থা নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য মনোনীত হয়) কলাকুশলীদের নাটক মঞ্চস্থ করার দিন শুধুমাত্র টিফিনের ব্যবস্থা করা হবে।

স্বাঃ— জেলা তথ্য আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

## পুরসভা জমি দিলে মর্গ সরবে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ শহরের কেন্দ্রস্থলের পুলিশ মর্গটি স্থানান্তরিত হবে। সম্প্রতি বহরমপুরে মন্ত্রী, এম এল এ ও জেলার পদস্থ অফিসারদের নিয়ে গঠিত সমন্বয় কমিটির এক সভায় এই মর্গ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্যাটি উত্থাপন করেছিলেন সাগরদীঘির এম এল এ হাজারী বিশ্বাস। অবশ্য ঠিক হয়েছে, এই স্থানান্তরিকরণ সম্ভব হবে যদি জঙ্গিপুর পুরসভা প্রয়োজনমত জমি দিতে সম্মত হয় এবং সেইমত ব্যবস্থা নেয়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১১

## কেরোসিনের ব্যবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নিজস্ব ছাত্রদের প্রয়োজনে কেরোসিনের জন্য এস ডি ওকে চিঠি দেন তবে তেলের ব্যবস্থা করা হবে। এস এফ আই-এর একদল প্রতিনিধির কাছে মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার সুনীল চ্যাটারজি এই আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধিরা ছাত্রদের সপ্তাহে মাথাপিছু ১ লিটার করে কেরোসিন তেল সরবরাহের দাবী নিয়ে শ্রীচ্যাটারজির কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন।

## জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রঘুনাথগঞ্জ শহরে আসার পথে সদর রাস্তার উপর মাদার ইণ্ডিয়া বিড়ি কোম্পানীর সম্মুখে ব্যবসা ও বসবাসের উপযোগী ২৩ কাঠা জমি প্রয়োজনে আরও কিছু বেশী জমি দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগের ঠিকানা—

নিরালা হোটেল
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

## ভোটার লিষ্ট পাচার

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

অফিসেরই কোনো কোনো কর্মচারী জড়িত রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাপ্ত এই ভোটার লিষ্টগুলির মধ্যে রয়েছে সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের ১৩৭টি অংশ, ফরাক্কার ১১২টি অংশ, অরঙ্গাবাদের ১৩৪টি অংশ এবং সাগরদীঘির ১২১টি অংশের প্রায় সবটাই। মোট ৯টি বাণ্ডিলের মধ্যে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের বাণ্ডিলটি রয়েছে এলোমেলোভাবে। তাই তাতে ঠিক কটি অংশ আছে তা এখনও গণনা করে দেখা যায়নি। এই লিষ্টগুলি জেলার বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেকটির সঙ্গে রয়েছে সংশোধিত তালিকাও।

এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও বাইরের বাজারে বিক্রী করা হয়নি। তবু তা বাইরে এল কিভাবে এটাই প্রশ্ন ? বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সন্দেহ, খোঁজখবর নিলে এ রকম আরও বহু বাণ্ডিল বাইরের বাজারগুলিতে মিলতে পারে। এবং ঠিকমত তদন্ত হলে 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ' বেরিয়ে পড়ারও সম্ভাবনা। বর্তমানে এ নিয়ে খোঁজখবরের জন্য প্রাপ্ত ভোটার লিষ্টগুলি আমাদের হেফাজতেই রাখা হয়েছে। খোঁজ খবর শেষ হলেই তা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

## জীবন বীমার কর্মীর বিরুদ্ধে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কোটি টাকার অংক ছাড়িয়ে যাওয়ায় রঘুনাথগঞ্জে জীবন বীমার একটি শাখা অফিস খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০ জন কর্মীকে নিয়ে অফিসটি প্রাথমিকভাবে চালু করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। বর্তমানে জীবন বীমার ক্ষেত্রে জঙ্গিপুরে ৫ জন ডি ও এবং ৪ জন এ ডি ও কর্মরত রয়েছেন। ৬ জন রুরাল এজেন্টও নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যবসা বাড়াতে মহকুমায় আরও ৩০ জন এ রকম এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। কোটা পূরণের সর্তে প্রত্যেক এজেন্টকে প্রথম বছর ১২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর ১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে এঁরা ঠিকমত কাজ করতে পারলে স্থায়ী পদে প্রমোশন পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে বলে ওই মুখপাত্রটি জানান।

## পদবী পরিবর্ত্তন

আমি সুবলচন্দ্র চক্রবর্তী ৺পিতা মৃত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রাম+পোঃ আলমপুর, থানা সুতি, জেলা মুর্শিদাবাদ জাতি হিন্দু ব্রাহ্মণ বয়স ( ৩৫ ) পেশা ব্যবসা। আমি আজ হইতে চক্রবর্তী পদবী পরিবর্ত্তন করিয়া রায় পদবী গ্রহণ করিয়াছি। এবং এই মর্মে জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত ৬-৭-৮৩ তারিখে আফিডেবিট করিয়াছি। বর্তমানে সুবলচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে আমার নাম সুবলচন্দ্র রায় হইবে। আমার স্ত্রী শিখররাণী চক্রবর্তীর পরিবর্তে শিখররাণী রায় হইবে, এবং আমার দুই পুত্র যথা কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও দিবাকর চক্রবর্তীর পরিবর্তে দিবাকর রায় বলিয়া পরিচিত হইবে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন: জঙ্গ ২৭, রঘু ১০৭

## জঙ্গিপুরে নার্স প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর হাসপাতালে খুব শিগগিরই একটি নার্স প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করা হচ্ছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বাস্থ্য দপ্তরের একদল কর্মচারীকে এ কথা জানিয়েছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারী ফেডারেশনভুক্ত ওই কর্মচারীরা জঙ্গিপুর হাসপাতালে নার্স ও জি ডি এ বৃদ্ধি, ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু এবং অবিলম্বে দ্বিতল গৃহের উদ্বোধন করার দাবীতে স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন।

**সভা ঃ** জাতীয়তাবাদী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি সভা রবিবার জঙ্গিপুর হাসপাতাল গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমার প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয়তাবাদী ফেডারেশনের একটি মহকুমা কমিটিও গঠন করা হয়।

## টেলিগ্রাম হচ্ছে না

নিঃ সংবাদদাতা : সাগরদীঘি সাব পোষ্ট অফিস ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় ও ৩য় সপ্তাহে কোন পাবলিক টেলিগ্রাম নেননি বলে অভিযোগে প্রকাশ। আরও প্রকাশ, টেলিগ্রামের কাজে নিযুক্ত ভদ্রলোক ছুটিতে থাকায় এবং তার পদে অন্য কাউকে নিযুক্ত না করায় নাকি এই অবস্থা।

## খেলার খবর

অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের সিলভার জুবিলি উৎসবের এ্যাথলেটিক মিট গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারী ম্যাকেঞ্জি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পুরুষ বিভাগে ডঃ অমিয়ময় রায়চৌধুরী স্মৃতি শিল্ড ও মহিলা বিভাগে সুনীল সামন্ত স্মৃতি শিল্ড উভয় বিভাগে দলগত চাম্পিয়ানশিপ লাভ করে নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব। পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট হিসাবে তপন দাস ও বিপদ দাস, বালক বিভাগে সারিফুদ্দিন ও মহিলা বিভাগে ঝর্ণা দাস বিবেচিত হয়। সকলেই নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
( বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে )
হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

## ভূমি সংস্কারের সফল রূপায়ণে সারা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুর উপকৃত হয়েছেন

পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা চাষের জমিকে ঘিরেই যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হচ্ছে। দীন-দরিদ্র কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান, অথচ নিজেরা থাকেন অনাহারে। বর্গাদারদের অবস্থা আরো শোচনীয়।

বামফ্রন্ট সরকার গরীব চাষীদের স্বার্থরক্ষায় ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচীর রূপায়ণের মাধ্যমে।

১৯৮২'র শেষ পর্যন্ত ১২.০৬ লক্ষেরও বেশী বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪,৮২,৬১১ জন তফসিলী জাতির এবং ২,১৭,১৭৫ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের। নথিভুক্ত হওয়ার ফলে বর্গাদারেরা পেয়েছেন উত্তরাধিকারের স্বত্ব, নিরাপত্তা এবং আর্থিক অনুদানের অধিকার।

১৪ লক্ষেরও উপর ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ৭.৫১ লক্ষ একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে খরিফ ও রবি ঋণ প্রকল্পে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিন লক্ষেরও বেশী পাট্টাদার ও বর্গাদার ব্যাঙ্ক ও সমবায় থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।

১৯৮২'র শেষ অব্দি ক্ষেতমজুর, কারিগর ও মৎস্যচাষী সম্প্রদায়ের জন্য ১.৫ লক্ষ বাস্তুভিটা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পুরনো ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করে জমির মূল্যভিত্তিক ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভিন্যু সিষ্টেম চালু করা হয়েছে। জমির মূল্য ৫০,০০০ টাকার অনূর্ধ্ব হলে, রাজস্ব মুকুবের বন্দোবস্ত হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৪২ লক্ষ মালিকানা স্বত্বভোগী কৃষক।

এই সমস্ত ভূমিসংস্কার প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র কৃষিজীবীদের কল্যাণসাধন। এর মধ্যে বিশেষ করে রয়েছেন তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারগুলি। ভূমিসংস্কারের ফলে উপকৃত প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে দুজন তফসিলী জাতি এবং একজন তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

এদের প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।